ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 159- 164
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.282

লোকসংস্কৃতি এবং উপজাতি সমাজ: একটি জীবন দর্পণ

তমাল আদক, *স্বাধীন গবেষক, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 06.01.2026; Accepted: 13.01.2026; Available online: 28.02.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Folk culture is a reflection of the folk people; all aspects of the customs, norms, reforms, beliefs, and life practices of folk society are integral parts of folk culture. The Indian subcontinent is a nation-state formed through a synthesis of art, culture, and diversity, where tribal society has emerged as an inseparable component. Generally, in the context of the Indian social system, folk culture carries forward a stream of tradition that includes the lifestyle of common people, their rituals and practices, religious and social beliefs, customs, arts, and entertainment, on the basis of which culture is formed.

On the other hand, the communities that have developed within the social system around distinct cultural identities, using religious beliefs as a unifying force, are identified as tribal societies. In this essay, I have attempted to present a brief discussion on folk culture and the tribal social system, analyzing various aspects of both folk culture and tribal society. This discussion is actively connected with issues such as the historical background of the emergence of folk society, the continuity of the tribal past, colonialism, Sanskritization, and socio-political factors.

In the twenty-first century, it is observed that the traditions of folk culture and the continuity of tribal society are, in many places, gradually fading, while the framework of global social structures and the influence of modernization are gaining prominence. It is humanity itself that must discover ways to break free from this Western shadow and its constraints. On the foundation of this humanistic cultural awakening, people will be able to revive their eternal life traditions and cherished cultural heritage, which will become a mirror of life for all humankind.

Keywords: Colonialism, Tribal Society, Global Society, Modernization, Sanskritization

লোককাহিনি বা লোকসংস্কৃতি বলতে সাধারণত সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস ও সংস্কৃতিগত অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে বোঝানো হয়। এটি মূলত মানুষের ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাস, পৌরাণিক কাহিনি, লোককথা, গান, নৃত্য, প্রবাদ, আচার-অনুশীলন এবং সামাজিক রীতিনীতির সমন্বয়ে গঠিত। লোকসংস্কৃতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের মুখে মুখে, বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে এবং দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। লিখিত রূপের আগেই লোকসংস্কৃতি মানুষের সামাজিক স্মৃতির ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করেছে।

লোকসংস্কৃতি একটি অঞ্চলের ভাষা, জীবনধারা ও সামাজিক বাস্তবতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। স্থানীয় আখ্যান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। আদিম সমাজব্যবস্থায় লোকসংস্কৃতি ছিল সামাজিক ঐক্য ও সংহতির অন্যতম প্রধান বাহক। বিশেষত উপজাতি

সমাজের নারী-পুরুষেরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ধর্মীয় আচরণ ও জীবনদর্শন লোককাহিনির মাধ্যমে প্রকাশ করত।

প্রাচীন ভারতবর্ষে লোকসংস্কৃতি ছিল গৌরবময় ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং সমাজকে শিক্ষিত করা, নৈতিকতা গঠন এবং সংস্কৃতিগত পরিচয় রক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবেও কাজ করেছে। লোকসংস্কৃতি তাই আজও আমাদের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অমূল্য সম্পদ।

ঐতিহাসিক পটভূমি:

মানুষের বিশ্বাস, ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, মন-মানসিকতা এবং জীবনলক্ষ্যের চেতনার সমন্বয়ে যে সামগ্রিক জীবনবোধ গড়ে ওঠে, তারই প্রকাশকে বলা হয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতি কেবল সাহিত্য, সংগীত বা শিল্পকলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, বিশ্বাস ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ পায়। সংস্কৃতির বিকাশের ধারায় সমাজের আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক রূপ ও ঐতিহ্য গড়ে ওঠে, তাকেই সাধারণভাবে 'লোকসংস্কৃতি' বলা হয়।

ইংরেজি Folklore শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'লোকসংস্কৃতি'। Folk এবং Lore—এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে Folklore শব্দটি গঠিত। এখানে Folk অর্থ সাধারণ মানুষ, জনগোষ্ঠী বা জাতি এবং Lore অর্থ ঐতিহ্যগত জ্ঞান, শিক্ষা, উপদেশ, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা। ১৮৪৬ সালে উইলিয়াম থমস প্রথম গ্রামীণ ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে বোঝাতে Folklore শব্দটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে—বিশেষত ফিনল্যান্ড, সুইডেন, জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রে— লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আধুনিক গবেষণা বিস্তৃত হওয়ার ফলে এর বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক ও বহুমাত্রিক রূপ লাভ করে।

অপরদিকে উপজাতি সমাজ বলতে এমন একটি সামাজিক গোষ্ঠীকে বোঝায়, যাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও জীবনধারা রয়েছে। Tribe শব্দটি ল্যাটিন Tribus থেকে এসেছে, যার অর্থ বসবাসের স্থান বা গোষ্ঠী। উপজাতিরা সাধারণত নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করে তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লালন করে থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশে সিন্ধু সভ্যতার পর থেকে ইন্দো-আর্য, অস্ট্রো-এশিয়ান, তিব্বতী-বর্মণ, সাঁওতাল, মুন্ডা, গোন্ড প্রভৃতি উপজাতিগোষ্ঠী ভারতীয় সমাজে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। এই উপজাতি সমাজ তাদের শিল্প, সংগীত, নৃত্য, আচার-অনুষ্ঠান ও লোকবিশ্বাসের মাধ্যমে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ করে আসছে। ফলে লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক বৈচিত্র্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য উপজাতি সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

উপজাতি সমাজে লোকসংস্কৃতি:

পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির একটি বৃহৎ সমাহারের আবাসস্থল হল ভারত ভূখণ্ড। যার মধ্যে উপজাতীয় সমাজগুলি মানব সংগঠনের সবচেয়ে প্রাচীন রূপকগুলির প্রতিনিধিত্ব করে। ভারতের উপজাতি জনগোষ্ঠীকে বলতে বোঝায় যারা আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি কিন্তু নিজস্বতা রক্ষা করে তারা একটি আলাদা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। ভারতের ইতিহাস সমাজে বিভিন্ন পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছে উপজাতের জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীগুলি বেশিরভাগই কৃষিকাজ বা পশুপালন সম্পর্কিত প্রাথমিক কার্যকলাপ জড়িত ছিল। যাদের মধ্যে কিছু শিকারী-সংগ্রাহক ছিল। এই উপজাতি সমাজের গোষ্ঠীগুলি জীবিকা নির্বাহের জন্য এক স্থানে থেকে জন্য স্থানে চলে যেতে। সময়ের কালক্রমে এই গোষ্ঠীগুলি যৌথ মালিকানা ভিত্তিতে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

ভারতে উপজাতি সমাজ ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আধিপত্য ছিল। আধুনিক ভারতে বিহার, ঝাড়খন্ড বেশ কয়েকটি অঞ্চলে উপজাতি জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল। এছাড়াও মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, ছত্রিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিপুরা, অন্ধ্রপ্রদেশের গোন্ডদের আবির্ভাব ছিল লক্ষণীয়। ভারতের উপজাতি সমাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠীগুলি হল মগ, মুরং, মারগা, চাকমা, বগ, তাঞ্চংগা, সাঁওতাল, গারো ইত্যাদি।

ভারতের লোকসংস্কৃতির ধারা প্রাথমিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রশাসনিক প্রধানরা স্থানীয় সংস্কৃতির চর্চার অধ্যায়ন শুরু করেছিল। দেশে পরাধীন আপামর জনগণকে শাসন করার লক্ষ্যে পরবর্তীতে মিশনারীরা ভারতে এসে মিশনারি শিক্ষার প্রবর্তনের সচেষ্ট হলেও তারা স্থানীয় ভাষা শিক্ষার জ্ঞান অর্জনের হয়েছিল বিশেষ তৎপরও। পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক সময় পর্বে দেখা যায় মিশনারী এবং ব্রিটিশ প্রশাসকরা দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ভাষাগত জটিলতার প্রতি মুগ্ধ হয়েছিলেন নানা ক্ষেত্রে। স্থানীয় জনগণের জীবনধারা, আচার, অনুষ্ঠান মৌখিক, ঐতিহ্য, রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য লিপিবদ্ধ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন পাশ্চাত্যবাদীরা। ভারতের উপজাতি গোষ্ঠীগুলির ওপর গবেষণা বহু ইংরেজি কবি সাহিত্যিকরা তাদের মৌলিক ঐতিহ্য বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে উপজাতিদের লোকসংস্কৃতি চর্চার উপর অধ্যায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়পর্বে ভারত বহু সংখ্যক গবেষক তাদের পৌরাণিক কাহিনি, মহাকাব্য, কিংবদন্তি, শিল্পকলা ইত্যাদি অন্বেষণের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিক গভীরতা নির্ণয় ব্রতী হয়েছিলেন। এভাবে স্বাধীন ভারতে লোককাহিনি অধ্যায়ন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে যা উপজাতি সমাজ তার নিজস্ব রসে সমৃদ্ধ হয়ে নিজেদেরকে ঐকাত্ববোধে আবৃত করতে সক্ষম হয়। এইভাবে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লোককাহিনি বিভাগ চালু করা হয়েছে।

উপজাতি ও লোকসংস্কৃতি:

ভারতীয় উপমহাদেশে উপজাতি সমাজের অস্তিত্ব সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই লক্ষ করা যায়। আদিম মানবসমাজের বিকাশধারায় উপজাতি সম্প্রদায়গুলি প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বজায় রেখে নিজেদের জীবনযাত্রা, বিশ্বাস ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। বর্তমান সময়ে ভারতে প্রায় **৭০৫টি স্বীকৃত উপজাতি সম্প্রদায়** বসবাস করে, যাদের মোট জনসংখ্যা এক কোটিরও বেশি। ভারতের সংবিধানে এই উপজাতি সম্প্রদায়গুলির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য **পঞ্চম তফসিল (Schedule V)**-এর মাধ্যমে বিশেষ স্বীকৃতি ও সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

উপজাতি সমাজ মূলত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজব্যবস্থা। এই সমাজগুলি নিজস্ব রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস, লোকাচার ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় গড়ে তুলেছে। উপজাতি সমাজে ব্যক্তির চিন্তা, কর্ম ও জীবনবোধের মধ্য দিয়েই লোকসংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। তাদের দৈনন্দিন জীবনচর্চা, কৃষিকাজ, শিকার, উৎসব ও সামাজিক আচার লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে। উপজাতি লোকসংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তাদের নিজস্ব ভাষা ও শিল্পচর্চা। বিভিন্ন উপজাতির আলাদা আলাদা ভাষা, উপভাষা, লোকসংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও হস্তশিল্প রয়েছে। এই সব শিল্পরূপ কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং তাদের ইতিহাস, জীবনসংগ্রাম ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিফলন। লোকগান, নৃত্য ও চিত্রকলার মাধ্যমে তারা প্রকৃতি, দেবতা ও মানবজীবনের পারস্পরিক সম্পর্ককে তুলে ধরে। উপজাতি সমাজ প্রধানত পল্লী বা গ্রামীণ জীবনকেন্দ্রিক। বন, পাহাড়, নদী ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তাদের জীবন ও সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ফলে প্রকৃতিনির্ভর জীবনযাত্রাই তাদের লোকসংস্কৃতির মূল ভিত্তি গঠন করেছে। এই সমাজে সংস্কৃতি মূলত সংহত ও সমষ্টিগত, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরক্ষর মানুষের দ্বারা সৃষ্ট।

লিখিত সাহিত্য অপেক্ষা মৌখিক স্মৃতিনির্ভর লোককথা, গান, প্রবাদ, কিংবদন্তি ও আখ্যানের মাধ্যমে উপজাতি লোকসংস্কৃতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হয়ে আসছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, উপজাতি সমাজ ভারতের লোকসংস্কৃতির এক অমূল্য ভাণ্ডার। আধুনিকতার চাপ সত্ত্বেও এই সমাজের লোকসংস্কৃতি আজও ভারতীয় সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

উপজাতি সমাজে লোকসংস্কৃতি বিকাশের পথে চ্যালেঞ্জসমূহ:

- সভ্যতার আদিকাল থেকেই ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে নানা উপজাতি জনগোষ্ঠীর বসবাস লক্ষ্য করা যায়। এই উপজাতি সমাজ তাদের নিজস্ব জীবনধারা, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, লোকগাথা, লোকনৃত্য, লোকসংগীত ও শিল্পকলার মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র লোকসংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কই তাদের সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। তবে একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এই সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতি নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।
- প্রথমত, **নিজস্বতার অভাব** উপজাতি সমাজে একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতে যে ঐক্যবোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে লোকসংস্কৃতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হতো, আধুনিক জীবনের চাপে তা অনেকাংশে ভেঙে পড়েছে। এর ফলে লোকাচার ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হচ্ছে।
- দ্বিতীয়ত, **যথার্থ ও সচেতন শিক্ষার অভাব** লোকসংস্কৃতির বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সাংস্কৃতিক শিক্ষার সমন্বয় না হওয়ায় বহু উপজাতি তরুণ প্রজন্ম নিজেদের লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছে না।
- তৃতীয়ত, **লিঙ্গ বৈষম্য** এখনও বহু উপজাতি সমাজে বিদ্যমান। নারী সমাজের যথাযথ অংশগ্রহণ ও স্বীকৃতি না থাকায় লোকসংস্কৃতির বিকাশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে।
- চতুর্থত, **অর্থনৈতিক দুরবস্থা** একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী উপজাতি পরিবারগুলির পক্ষে জীবিকার সংগ্রামে সংস্কৃতিচর্চা গৌণ হয়ে যায়, ফলে লোকসংস্কৃতির অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়।
- পরিশেষে, **বিশ্বায়ন ও আধুনিকতার প্রভাব** উপজাতি সমাজের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। প্রযুক্তি, ভিনদেশি সংস্কৃতি ও ভোগবাদী মানসিকতার ফলে ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারাচ্ছে। তাই সরকারি উদ্যোগ, শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে উপজাতি লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশ একান্ত প্রয়োজন।

উপজাতি সমাজকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা:

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে লোক কাহিনি মানব সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই লোককাহিনিগুলির মাধ্যমে সমাজের মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যকে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছায়। লোকসংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে দেশের মানব বৃত্তান্তের পরিবর্তন আসে। দেশ ও দশের ঐতিহ্যকে প্রসার সাধনে মানব সম্পর্ক উন্নতি ঘটানো সম্ভব। তবে যুগে পরিবর্তে আজ আমরা এক উদারনৈতিক বিশ্বায়ন নির্ভর যে সমাজ ব্যবস্থায় এসে উপস্তিত হয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে বৈদ্যশিক রুচিবোধ সাধারণ মানুষকে গ্রাস করছে। উপজাতি সমাজের লোককাহিনি কদর ও সৃষ্টির প্রেরণা হারিয়েছে। এখন গরুর গাড়ির চালক কিংবা মাঝির খেয়া ঘাটের গানে একাকীত্ব দূর করার প্রয়োজন হয় না। মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ যত আধুনিক যন্ত্র মানুষকে গানের খোরাক জোগাচ্ছে যেখানে থাকে না কোন সৃজনশীল মৌলিকত্বের ছাপ। ফলে লোক সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি সৃষ্টি মুখ

হয়ে উঠেছে স্তব্ধ। উপজাতি সমাজের আচার-আচরণ, খাদ্যাভাস, আসবারপত্র, গৃহ নির্মাণে সকল ক্ষেত্রে এখন গ্রামীণ সভ্যতার অনুকরণের কৃত্রিমতার ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাধক বাউলের পরিবর্তে গায়ক বাউলেরা সমাজে স্বীকৃতি পাচ্ছে। সভা সেমিনার বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে গবেষণায় লোকসাহিত্যের ব্যবহার করে নানা জনের জীবন চর্চার ব্যবস্থা হলেও ভারতবর্ষের গ্রামীণ উপজাতি সমাজে লোকসংস্কৃতির জীবনযাত্রায় বিশেষ প্রভাব তাতে পরছে না।

সুতরাং যে বাঙালিকে হাজার বছরের লোক চিকিৎসা প্রভাবিত করেছে আনুষ্ঠানিক চিকিৎসার সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ ভারতের লোককাহিনি একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করে। যে বিশেষ ধর্মে লোককাহিনি উপজাতি সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে তা হল মানবতার ধর্ম। যার মানবিক বার্তা মানুষকে যোগায় প্রেরণাদায় শক্তি ভাবতে শেখায় এবং নিবিড়তার সাথে বাঁচতে শেখায়। উপজাতি সমাজের লোকসংস্কৃতি ভারতের ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই যা অতীতের পথ ধরে এসে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং হয়ে উঠেছে একটি অপরের সাথে সংযোগ করার প্রধান মাধ্যম। তাই ভারতের ভূখণ্ডে উপজাতি সমাজগুলির লোক সংস্কৃতি আমাদের সকলের উজ্জিবিত করা উচিত যাতে ভারতের হারিয়ে যাওয়া লোকসংগীত, পল্লী সংস্কৃতি আঁকর সম্পদকে পুনর্জীবিত করে তুলতে পারি। এই দীর্ঘ বিচ্যুতি আমাদের সংস্কৃতিতে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে তা লোকসংস্কৃতি ভিত্তিক এক নবজাগরণ বিশ্ব মানবতাকে জাগিয়ে তুলতে পারবে বলে আমরা আশাবাদী। পাশাপাশি শিক্ষার নানা ক্ষেত্রে উপজাতি সমাজের জীবনধারা, ইতিহাস, লোকসমাজ, সংস্কৃতিগত উন্মেষের স্রোতকে বয়ে নিয়ে যেতে একজন শিশুকে শৈশবকাল থেকেই তার মধ্যে লোকসংস্কৃতির সঞ্চার ঘটাতে হবে। তবে ভারতবর্ষে প্রকৃত সংস্কৃতি সংরক্ষণ সম্ভব।

মূল্যায়ন:

ভারতবর্ষ একটি মিশ্র সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ এক বিশাল জাতিরাষ্ট্র। যুগে যুগে নানা জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা ও ধর্মের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই দেশের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক পরিচয়। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যচর্চার ব্যাপ্তি ও পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং গভীর। এই ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহক হলো লোকসংস্কৃতি। ভারতের প্রতিটি রাজ্য এবং অঞ্চলের নিজস্ব লোকচিত্র, লোকসংগীত ও লোকনৃত্য রয়েছে, যা একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন, বিশ্বাস ও আবেগকে প্রকাশ করে, তেমনি অন্যদিকে সেই রাজ্যকে অপর রাজ্য থেকে পৃথক করে একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে তোলে।

সমন্বয়, সহাবস্থান ও সৌন্দর্যের এক অভূতপূর্ব নিদর্শন হিসেবে ভারতের লোকসংস্কৃতি আজও আমাদের সামনে উদ্ভাসিত। এই লোকসংস্কৃতিই ভারতের মূল সাংস্কৃতিক ভিত্তি, যার ওপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠেছে সাহিত্য, শিল্প, জীবনবোধ ও জীবনাচরণের মৌলিক সুর। গ্রামীণ সমাজ, উপজাতি সমাজ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনচর্চার মধ্যেই এই সংস্কৃতির প্রকৃত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়ন, ভোগবাদ ও একরৈখিক আধুনিকতার প্রভাবে ভারতের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক চর্চা নানা সংকটের মুখে পড়েছে। এমন কিছু শক্তি সক্রিয় হয়েছে, যারা মানুষের মন থেকে নিজস্ব সংস্কৃতির স্মৃতি মুছে দিতে চায়। এই পরিস্থিতিতে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো অত্যন্ত জরুরি। নব্য প্রজন্মের মধ্যে লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব ও সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিতে হবে।

সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উপজাতি সমাজসহ সমগ্র ভারতের লোকসংস্কৃতিকে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই লোকসংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে। তখনই এই লোকসংস্কৃতি সমাজের বুকে হয়ে উঠবে এক জীবন্ত দর্পণ, যা আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে একসূত্রে বেঁধে রাখবে।

সহায়ক গ্রন্থ:

1. Jeyaraj, V. (2005). *Museology Heritage Management*. Chennai: Director of Museums Government Museum.
2. Lain, J. (1988) *The Crafts Museum*. New Delhi, Museum, Vol XL (No 157), Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
3. *International Dictonary of Regional European Ethnology and Folklore*. Vol-1, 1960, p. 126.
4. *Devid E Hunter and Phillip Whiten: Encyclopaedia of Anthropology*. U.S.A., 1976, P. 173.
5. Chatterjee, T. (1408). *Introduction to folklore lessons* (pp. 43–44). Calcutta, India: Day's.
6. Bagchi, J. (1996). Europe and the question of modernity. *Social Scientist, 24*(7–8), 1–13. https://www.jstor.org/stable/3517765
7. Barry, P. (2009). *Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory* (3rd ed.). Manchester University Press.
8. https://www.gapbodhitaru.org
9. https://egyankosh.ac.in